রমযানের দায়িত্ব-কর্তব্য (ইবন রজব আল-হাম্বলী রহ. এর ‘লাতায়িফুল মা‘আরিফ’ অবলম্বনে)

বিভাগ/অধ্যায়ঃ পরিচ্ছেদ: তারাবীহ

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

তারাবীহ - ১

তারাবীহর সালাত আদায় করা সুন্নাত। আর তা জামা‘আতে আদায় করা উত্তম। সাহাবীদের জামা‘আতের সাথে এ সালাত আদায় সর্বজনবিদিত এবং সর্বযুগের উম্মত এ মতটি গ্রহণ করেছেন।

....

শাইখ তাকীউদ্দীন রহ. বলেছেন: কেউ ইচ্ছা করলে বিশ রাকাত তারাবীহ আদায় করতে পারে, এটি হাম্বলী ও শাফে‘ঈ মাযহাবের প্রসিদ্ধ মতামত। আবার কেউ ছত্রিশ রাকাত আদায় করতে পারে, যা মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মতামত। আবার কেউ এগারো বা তেরো রাকাতও আদায় করতে পারে। সবটিই উত্তম। তবে রাকাত সংখ্যা কম বা বেশি নির্ভর করে দীর্ঘ সময় ধরে তিলাওয়াত কম বা বেশির ওপর।

উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু উবাই ইবন কা‘ব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর ইমামতিতে বিশ রাকাতের উপর একত্রিত করেছিলেন। সাহাবীদের কেউ কেউ এরচেয়ে কম বা বেশি করতেন। শরী‘আতে রাকাত সংখ্যা নির্ধারিত নেই।

অনেক ইমাম তারাবীহ সালাতে এত দ্রুত কুরআন তিলাওয়াত করেন যে তারা কি তিলাওয়াত করছেন কিছুই বুঝা যায় না, রুকু ও সিজদাও ধীরস্থিরতার সাথে আদায় করে না অথচ ধীরস্থিরতার সাথে রুকু-সাজদাহ করা সালাতের অন্যতম রুকন। সালাত এমনভাবে আদায় করা উচিৎ যাতে অন্তর আল্লাহর সামনে উপস্থিতি অনুভব করে, তিলাওয়াতকৃত আল্লাহর কালাম বুঝে উপদেশ গ্রহণ করা যায়। আর তাড়াহুড়া করলে এগুলো করা সম্ভবপর হয় না। অতএব, ধীরস্থিরতার সাথে রুকু-সাজদাহ আদায় করে ছোট কিরাত পড়া তাড়াহুড়া করে মাকরূহের সাথে দীর্ঘ কিরাত পড়ার চেয়ে উত্তম।

দীর্ঘ কিরাত ও প্রশান্তির সাথে তেরো রাকাত তারাবীহ আদায় করা মাকরূহসহ তাড়াহুড়া করে পড়ার চেয়ে উত্তম। কেননা সালাতের মূল ও আত্মা হলো আল্লাহর সামনে অন্তরসহ উপস্থিত হওয়া। অনেক সময় অল্প কাজ বেশি কাজের চেয়ে উত্তম। তাছাড়া তারতীলসহ কিরাত তিলাওয়াত বৈধ দ্রুততার সাথে কিরাত তিলাওয়াতের চেয়ে উত্তম। আর কিরাতের বৈধ সীমা হলো তিলাওয়াতের সময় কোনো হরফ বাদ পড়ে না যাওয়া। তাড়াহুড়ার কারণে কোনো হরফ বাদ পড়ে গেলে তার তিলাওয়াত জায়েয হবে না; বরং এ ধরণের তিলাওয়াত করা নিষেধ। কিন্তু স্পষ্টকরে কিরাত পড়লে ইমামের পিছনের মুসল্লীগণ যদি সে কিরাত দ্বারা উপকৃত হতে পারে তাহলে ততটুকু দ্রুত পড়া বৈধ।

যারা কুরআনের অর্থ না বুঝে কুরআন পড়ে তাদেরকে আল্লাহ নিন্দা করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿وَمِنۡهُمۡ أُمِّيُّونَ لَا يَعۡلَمُونَ ٱلۡكِتَٰبَ إِلَّآ أَمَانِيَّ٧٨﴾ [البقرة: ٧٨]

“আর তাদের মধ্যে আছে নিরক্ষর, তারা মিথ্যা আকাঙ্খা ছাড়া কিতাবের কোনো জ্ঞান রাখে না”। [সূরা আল-

বাকারাহ, আয়াত: ৭৮] অর্থাৎ অর্থ না বুঝে তিলাওয়াত করা। কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্যই হলো কুরআন বুঝা এবং সে অনুযায়ী আমল করা। শুধু তিলাওয়াতের জন্য কুরআন নাযিল হয় নি।

সুন্দর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত মুস্তাহাব। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالقُرْآنِ».

“যে ব্যক্তি সুন্দর আওয়াজে কুরআন পড়ে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়”।[1]

ইমাম যুহুরী রহ. রমযান আগমন করলে বলতেন, এটি কুরআন তিলাওয়াত ও মানুষকে খাদ্য খাওয়ানোর মাস।

ইবন আব্দুল হাকাম রহ. বলেন, রমযান মাস আসলে ইমাম মালিক রহ. হাদীস পাঠ ও আহলে ইলমের মসলিস বন্ধ দিয়ে মুসহাফ থেকে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। আব্দুর রাযযাক রহ. বলেন, রমযান মাস আগমন করলে ইমাম সাওরী রহ. অন্যান্য সমস্ত (নফল) ইবাদত বাদ দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। সুফইয়ান রহ. বলেন, যায়েদ আল-ইয়াম্মী রহ. রমযান আসলে কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং তার সাথীদেরকেও কুরআন তিলাওয়াতে একত্রিত করতেন। সৎপূর্বসূরীগণ রমযান আসলে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তাদের কেউ কেউ সাত দিনে, কেউ তিন দিনে, আবার কেউ দু’রাতে, কেউ আবার শেষ দশকের প্রতি রাতে কুরআন খতম করতেন। হাদীসে তিন দিনের কমে কুরআন খতমের যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে তা নিয়মিতভাবে সর্বদা এভাবে খতম করা নিষেধ করা হয়েছে। অন্যদিকে সম্মানিত সময় যেমন রমযান মাসে, বিশেষ করে রমযানের রাতে কদরের রাত তালাশের উদ্দেশ্যে কুরআন তিলাওয়াত এবং মর্যাদাবান স্থানে উক্ত সময় ও স্থানকে কাজে লাগাতে বেশি পরিমাণ কুরআন তিলাওয়াত করা মুস্তাহাব। এটি ইমাম আহমাদ ও অন্যদের মতামত। এ মতানুযায়ীই অধিকাংশ আলেমের আমল দেখা যায়। আবু উমামা আল-বাহেলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ».

“তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করো, কেননা কিয়ামতের দিন তা তার তিলাওয়াতকারীর জন্য শাফায়াতকারী হিসেবে আসবে”।[2]

ইবন মাস‘ঊদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لاَ أَقُولُ الْم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلاَمٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ».

“যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলার কিতাবের একটি হরফ পাঠ করবে তার জন্য একটি নেকী, আর একটি নেকী দশ গুণ হবে। আমি এ কথা বলব না যে, আলিফ লাম মীম একটি হরফ, বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ।”[3] তাহলে রমযান মাসে এ আমলের সাওয়াব কত বেশি গুণ বর্ধিত হবে তা সহজেই অনুমেয়।

ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا».

“কুরআন বহনকারীকে কিয়ামতের দিনে বলা হবে তুমি কুরআন পড়তে থাক এবং উপরে উঠতে থাক, তারলীলসহকারে পড়তে থাক, যেমনিভাবে দুনিয়াতে তারলীলসহকারে তিলাওয়াত করতে। কেননা তোমার সর্বশেষ আসন হবে সেখানে, যেখানে তোমার আয়াত তিলাওয়াত শেষ হবে”।[4]

ইমাম আহমাদ ও অন্যদের বর্ণনায় আবু সা‘ঈদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«وَيَصْعَدُ بِكُلِّ آيَةٍ دَرَجَةً حَتَّى يَقْرَأَ آخِرَ شَيْءٍ مَعَهُ».

“(অতঃপর সে পড়তে থাকবে) এবং প্রতিটি আয়াত পড়ার সাথে সাথে একটি স্তর অতিক্রম করবে। এভাবে সে তার সাথে থাকা শেষ আয়াতটি পর্যন্ত পড়বে ও স্তর অতিক্রম করবে।”[5]

জেনে রাখুন, মুমিনের জন্য রমযান মাসে দু’টি জিহাদ একত্রিত হয়। একটি দিনের বেলায় সাওম পালন করে নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ এবং অন্যটি রাতের বেলায় সালাত আদায়। যে ব্যক্তির মধ্যে এ দু’টি জিহাদ একত্রিত হবে, এ দু’টির হক আদায় করবে এবং ধৈর্যধারণ করবে সে-ই অপরিসীম পরিপূর্ণ সাওয়াব পাবে।কা‘ব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, কিয়ামতের দিন একজন আহ্বানকারী ডেকে বলবেন, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য রয়েছে তার কর্মের প্রতিদান ও আরও বেশি। তবে আহলে কুরআন ও সিয়াম পালনকারীগণ ব্যতীত। তাদের প্রতিদান বে-হিসাব। কুরআন ও সিয়াম আল্লাহর কাছে ব্যক্তির জন্য শাফা‘আত করবে।

>

ফুটনোট

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৫২৭; আবু দাউদ, হাদীস নং ১৪৬৯।

[2] মুসলিম, হাদীস নং ৮০৪।

[3] তিরমিযী, হাদীস নং ২৯১০।

[4] আবু দাউদ, হাদীস নং ১৪৬৪; তিরমিযী, হাদীস নং ২৯১৪। আলবানী রহ. হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

[5] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩৭৮০; আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং ১১৩৬০।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=9791

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন